যুদ্ধাপরাধ

প্রায় এক যুগ ধরে যুদ্ধাপরাধের বিচারের বিষয়ে প্রকাশিত আসক বুলেটিনের নির্বাচিত রচনা আর নতুন কিছু লেখাপত্র নিয়ে এই সঙ্কলনগ্রন্থ– যুদ্ধাপরাধ। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবি যে নতুন কিছু নয়, তা অন্তরের তাগিদ থেকেই উৎসারিত, বিগত বছরগুলোর এ প্রয়াস তারই সাক্ষ্য বহন করে।

'ন্যায়বিচারের আহ্বান' শিরোনামে বইটির ভূমিকা নিবন্ধে ড. হামিদা হোসেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে যুদ্ধাপরাধের বিচারের বিষয়ে কিছু জরুরি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং হাজির করেছেন তথ্যপ্রমাণ ও বিশে-ষণ।

যুদ্ধাপরাধ বইটি– '৭১-এর যুদ্ধাপরাধের বিচার, ট্রুথ কমিশন, পাঠকের মতামত, যুদ্ধাপরাধের আন্তর্জাতিক বিচার ও পরিশিষ্ট এ পাঁচ ভাগে বিন্যস্ত।

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ দেশের লেখক-গবেষকরাও মুক্তিযুদ্ধকে খুঁজে ফিরেছেন নানান দৃষ্টিকোণ থেকে। এর মাধ্যমে যে বিষয়টিকে তারা সবসময় জারি রেখেছেন তা হলো, একাত্তরের যুদ্ধাপরাধের বিচার। প্রসঙ্গক্রমে তার সাথে উঠে এসেছে বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য নেয়া উদ্যোগসমূহ, সেগুলোর সফল না হওয়ার কারণ অনুসন্ধান, আন্তর্জাতিক আইন-কানুন, হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট ইত্যাদি।

ন্যায়বিচারের প্রথাগত ধারণার বাইরের আরেকটি বিষয় হচ্ছে– ট্রুথ কমিশন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইতোমধ্যে এর সফল প্রয়োগ হয়েছে। অপরাধের স্বীকারোক্তি ও কাহিনী বয়ানের মাধ্যমে ভিকটিমদের প্রতি যে অন্যায় করা হয়, তার স্বীকৃতি দিয়ে জাতীয় জীবনে পুনরেকত্রীকরণ সম্ভব হয়েছে অনেক দেশে। এমন পুনরেকত্রীকরণ আমাদের দেশে সম্ভব কিনা, হলে তা কীভাবে হতে পারে আবার তা কি যুদ্ধাপরাধের বিকল্প কিছু নাকি পরিপূরক, এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে *ট্রুথ কমিশন* অধ্যায়ে।

বাংলাদেশের চলি-শোর্ধ্ব যেকোনো মানুষেরই যুদ্ধস্মৃতি রয়েছে। প্রতিকারহীন অনেকগুলো বছর তারা কীভাবে সেসব মোকাবিলা করেছেন, যুদ্ধাপরাধের সম্ভাব্য বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে তাদের মনোভাব কেমন, অপেক্ষাকৃত তরুণেরা এ ব্যাপারে কী চিন্তাভাবনা করেন– সেসবের হদিস পেতে ১৯ অক্টোবর, ২০০৪ কুষ্টিয়ায় ও ২৮ অক্টোবর, ২০০৫ সিরাজগঞ্জে দুটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এই অংশে সভা দুটির বিবরণ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, আগ্রাসন ইত্যাদি বিশেষ ধরনের অপরাধের বিচারের জন্য এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিছু আইনি কাঠামো গড়ে উঠেছে। তার চেয়ে বেশি অগ্রগতি ঘটেছে তাত্ত্বিক গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনায়। এ অধ্যায়ে পাওয়া যাবে এসবের একটি ধারাবাহিক বয়ান। তাছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধাপরাধের বিচারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ট্রাইব্যুনালসহ এ ব্যাপারে দেশীয় উদ্যোগের কিছু খবরাখবরও পাওয়া যাবে *যুদ্ধাপরাধের আন্তর্জাতিক বিচার* অধ্যায়ে।

পরিশিষ্ট অংশে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধের বিচার সংক্রান্ত দুটি আইন বাংলাদেশ কোলাবরেটরস (স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল) অর্ডার, ১৯৭২ এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইব্যুনালস) অ্যাক্ট, ১৯৭৩-এর পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। তাছাড়া কোলাবরেটরস (স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল) অর্ডার, ১৯৭২-এর বাতিলের লক্ষ্যে প্রণীত আইনটিও ছাপা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০০৮
মূল্য: ২৫০ টাকা